প্রসঙ্গ : বিরোধী দলের সংসদ বর্জন

*বাজেট অধিবেশনের মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশনে বিরোধী দলের সংসদ বর্জন নিয়ে সাপ্তাহিক শীর্ষ কাগজ'র পক্ষ থেকে আমরা কয়েকজন রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবীর প্রতিক্রিয়া নিয়েছি। আমরা তাদের কাছ থেকে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট প্রশ্নের উত্তর জানতে চেয়েছি। প্রশ্নগুলো হলো- (১) সংসদ কক্ষের সামনের সারিতে আসন বৃদ্ধি এবং বিরোধী দলীয় নেতা বেগম খালেদা জিয়ার সেনানিবাসের বাসভবন নিয়ে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান না হলে প্রধান বিরোধী দল সংসদের চলতি অধিবেশনে যোগ দেবে না বলে ঘোষণা দিয়েছে। এ ধরনের দাবি উত্থাপন করে বাজেট অধিবেশনের মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশনে বিরোধী দলের সংসদ বর্জনের ঘোষণা আপনার দৃষ্টিতে কতটুকু যৌক্তিক? (২) নবম সংসদের প্রথম অধিবেশন চলাকালে স্পিকার বলেছিলেন, দ্বিতীয় অধিবেশনে আসন সমস্যার সমাধান করবেন। স্পিকারের আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে বিরোধী দল প্রথম অধিবেশনে যোগ দেয়। ইতিমধ্যে সংসদ কক্ষের প্রথম সারিতে বিরোধী দলের আসন সংখ্যা একটি বাড়ানো হয়েছে। কিন্তু বিরোধী দল এটিকে সম্মানজনক মনে করছে না। বিষয়টিকে আপনি কিভাবে দেখছেন? (৩) সামনের সারিতে একটি আসন বাড়ানোর পরও বিরোধী দল সংসদে যোগ না দেয়ায় সরকারের তরফ থেকে বলা হচ্ছে, সামনের সারিতে বিরোধী দলের আসন আর বাড়ানো হবে না এবং বিরোধী দলকে সংসদে আসার জন্য অনুরোধও করা হবে না। সরকারের তরফ থেকে এ ধরনের মন্তব্য কতটুকু যৌক্তিক? (৪) বিরোধী দল আরও বলছে, আদালতের নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও বেগম জিয়াকে সেনানিবাসের বাড়ির দখল ছেড়ে দেয়ার জন্য চাপ দেয়া হচ্ছে। এছাড়া সংসদ সচিবালয় থেকে বিরোধী দলীয় নেত্রীকে দেয়া গাড়ি সেনানিবাসের বাড়িতে যাতায়াতে বাধা দেয়া হচ্ছে এবং তার ব্যক্তিগত চিকিৎসককেও ওই বাড়িতে যেতে দেয়া হচ্ছে না। আদালতের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে এ ধরনের বাধা দেয়া সঠিক হচ্ছে কী? (৫) ৩৩% এরও বেশি লোকের প্রতিনিধিত্ব করছে বিরোধী দল। অথচ বিরোধী দলকে ছাড়াই বাজেট অধিবেশন শেষ হয়ে যাচ্ছে। এটিকে আপনি কিভাবে দেখছেন। (৬) জাতীয় স্বার্থে উদ্ভূত জটিলতা নিরসনের জন্য সরকার ও বিরোধী দলের ভূমিকা কী হওয়া উচিত? সাক্ষাতকার নিয়েছেন সাপ্তাহিক শীর্ষ কাগজ'র স্টাফ রিপোর্টার **মো. জামাল উদ্দিন ভূঁইয়া।***

সামনের সারিতে আসন বাড়ানো এবং খালেদা জিয়ার বাড়ির ইস্যু তুলে সংসদ বর্জন অযৌক্তিক

উপাধ্যক্ষ মো. আব্দুস শহীদ
চীফ হুইপ
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

বিরোধী দলের সংসদ বর্জন সম্পর্কে জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ উপাধ্যক্ষ মো. আব্দুস শহীদ বলেন, সংসদে সবাই নির্বাচিত হয়ে এসেছে। জনগণ সবাইকে নির্বাচিত করে পাঠিয়েছে সংসদে যোগদানের জন্য, জনগণের কথা বলার জন্য। সামনের সারিতে তাদের প্রাপ্য আসন দেয়া হয়েছে। বেগম জিয়ার বাড়ির বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। বাজেট অধিবেশন বর্জন করাকে তাদের ব্যর্থতা বলে মনে করি। সামনের সারিতে আসন বাড়ানো এবং খালেদা জিয়ার বাড়ির ইস্যু তুলে সংসদ অধিবেশন বর্জন অযৌক্তিক।

সামনের সারিতে একটি আসন বাড়ানো সম্মানজনক নয়, বিরোধী দলের এমন মন্তব্য সম্পর্কে তিনি বলেন, আসন সমস্যার সমাধানে স্পিকারের কোন ক্ষমতা নেই। সামনের সারিতে তাদের ৪টি আসন ছিল। ইতিমধ্যে আরও একটি আসন বাড়ানো হয়েছে। সরকারি দলের সংসদ সদস্য জিল্লুর রহমান রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ায় একটি আসন খালি হয়েছে। সেই আসনটিই স্পিকার বিরোধী দলকে দিয়েছেন। এখন কে আগে বসবেন আর কে পিছনে বসবেন এটা তাদের সমস্যা। সরকারি দলের এ ব্যাপারে কিছুই করণীয় নেই।

সামনের সারিতে আর আসন বাড়ানো হবে না এবং সংসদে আসার জন্য বিরোধী দলকে অনুরোধ করা হবে না সরকারি দলের এ মন্তব্যের যৌক্তিকতা সম্পর্কে তিনি বলেন, আমাদের কোন মন্ত্রী, এমপি এ ধরনের বক্তব্য দিয়েছে বলে আমার জানা নেই। আমরা সব সময়ই বলছি বিরোধী দল সংসদে আসুক।

আদালতের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে বেগম জিয়াকে সেনানিবাসের বাড়ি ছেড়ে দেয়ার চাপ প্রয়োগ এবং অন্যান্য দাবি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সেনানিবাসের বাড়িটি বেগম জিয়ার বাড়ি নয়। তিনি নিজেই এ বাড়ি চাননি। ১৯৮১ সনের ১২ জুন বেগম জিয়া নিজেই বলেছেন, এই বাড়িতে জাদুঘর করবেন। ওই সময়ের ক্যাবিনেট সভার কার্যপত্রে এ বিষয়ে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে। যেখানে বেগম জিয়া নিজেই এই বাড়িটি চাননি, সেখানে এটা নিয়ে বিতর্ক করা তাদের জন্য ঠিক হচ্ছে না। বরং তাদের উচিত এখন বাড়িটি ছেড়ে দেয়া। আর এ বাড়িতে ফ্ল্যাট নির্মাণ করে বিডিআর বিদ্রোহে যে সমস্ত সেনা অফিসারের মৃত্যু হয়েছে তাদের পরিবারকে দেয়া হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এটি একটি মানবিক সিদ্ধান্ত।

বিরোধী দল ছাড়া বাজেট অধিবেশন শেষ হওয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বিরোধী দলকে সংসদে আনার দায়িত্ব তো আর সরকারি দলের নয়। তারা যদি সংসদে না আসে তাহলে এক্ষেত্রে সরকারি দলের কিছু করার নেই। আমরাও এক সময় বিরোধী দলে ছিলাম। আমরাও সংসদ বর্জন করেছি, আবার ফিরে এসেছি।

সরকার ও বিরোধী দলের ভূমিকা সম্পর্কে তিনি বলেন, বিরোধী দলের উচিত সংসদে এসে সরকারের ভুল-ত্রুটি তুলে ধরা। সংসদে এসে গঠনমূলক আলোচনা করা তাদের দায়িত্ব। তাদের গঠনমূলক সমালোচনায় দেশ উপকৃত হবে।

দেশবাসীকে সঙ্গে নিয়ে বেগম জিয়ার নেতৃত্বে শিগগির জোরালো আন্দোলনে যাবে বিএনপি

জয়নাল আবদিন ফারুক
বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

বিরোধী দলের সংসদ বর্জন সম্পর্কে বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ জয়নাল আবদিন ফারুক বলেন, বাজেট অধিবেশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশন। তারাও এমপি আমরাও এমপি। সরকারি দলের এমপিরা বাজেট নিয়ে সংসদে কথা বলছে। বিরোধী দলের এমপিরাও কথা বলতে চায়। কিন্তু সরকারি দল বিরোধী দলকে সংসদে কথা বলতে দিচ্ছে না। বিরোধী দল সংসদে গিয়ে তাদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করবে সরকারি দল তা চায় না। আসন সংখ্যার সমাধান এখন আর বড় ইস্যু নয়। আদালতের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে তারা খালেদা জিয়াকে সেনানিবাসের বাড়ি ছেড়ে দেয়ার জন্য চাপ দিচ্ছে। তার সরকারি গাড়ি প্রবেশে বাধা দেয়া হচ্ছে। নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রত্যাহার করায় তার ব্যক্তিগত নিরাপত্তা আজ হুমকির মুখে। বিএনপি'র নেতা-কর্মীদের নামে মিথ্যা মামলা দিয়ে নানাভাবে হয়রানি করা হচ্ছে। দেশের শিক্ষাঙ্গনগুলোতে চলছে ছাত্রলীগের দখলদারিত্ব, টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটেছে। নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে দেশের মানুষ। বিভিন্নভাবে বিরোধী দলকে চাপের মধ্যে রাখা হচ্ছে যাতে বিরোধী দল সংসদ অধিবেশন বর্জন করে।

সামনের সারিতে একটি আসন বাড়ানো সম্পর্কে তিনি বলেন, একটি আসন বাড়ানোকে সম্মানজনক মনে করি না। বিএনপি'র অনেক সিনিয়র এমপিকে পেছনের সারিতে বসতে হচ্ছে।

সামনের সারিতে আসন বাড়ানো হবে না এবং সংসদে আসার জন্য বিরোধী দলকে অনুরোধ করা হবে না- সরকারি দলের এ মন্তব্যের যৌক্তিকতা সম্পর্কে তিনি বলেন, তারা সরকার গঠন করেছে। তারা যা ইচ্ছা তাই বলছে। তাদের আন্তরিকতার অভাব রয়েছে। সরকারের মন্ত্রী, এমপিদের এসব বক্তব্যে স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে, বিরোধীদল সংসদে আসুক তা সরকারি দল চায় না। এর মূল কারণ হলো, বিরোধী দল সংসদে এলে দেশের বিরাজমান অস্থিতিশীল আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, টিপাইমুখ বাঁধ, বিডিআর বিদ্রোহ এবং বাজেটসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে অহেতুক বিতর্কে জড়াতে হবে।

আদালতের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে বেগম জিয়াকে সেনানিবাসের বাড়ি ছেড়ে দেয়ার চাপ প্রয়োগ এবং অন্যান্য দাবি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এটা অবশ্যই অযৌক্তিক।

বিরোধী দল ছাড়া বাজেট অধিবেশন শেষ হওয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সরকারী দলের আন্তরিকতার অভাবেই বিরোধী দল সংসদে যাচ্ছে না।

সরকার ও বিরোধী দলের ভূমিকা সম্পর্কে তিনি বলেন, জাতীয় স্বার্থে সরকারি ও বিরোধী দল বলে কোন কথা নেই। জাতীয় স্বার্থে সরকার ও বিরোধী দল সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আলাপ-আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। ভারত টিপাইমুখ বাঁধ নির্মাণ করার ব্যাপারে অনেক দূর এগিয়ে গেলেও সরকার এ বিষয়ে নীরব ভূমিকা পালন করছে। অতীতেও ভারত ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণ করে আমাদের ব্যাপক ক্ষতি করেছে। টিপাইমুখ বাঁধ নির্মাণ হলে দুই থেকে আড়াই কোটি লোক মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হবে। দাদন দিলে সুদ দিতে হয়। যারা তাদের ক্ষমতায় বসিয়েছে তাদের সন্তুষ্ট করার জন্য সরকার এ বিষয়ে জোরালো কোন কথা বলছে না। ২০০৮ সালের নির্বাচনে প্রতিবেশী দেশের অবদানের প্রতিদান দেয়ার জন্য সরকার এ বিষয়ে নীরব ভূমিকা পালন করছে। কিন্তু বিএনপি এ বিষয়ে বসে থাকবে না। দেশবাসীকে সঙ্গে নিয়ে বেগম জিয়ার নেতৃত্বে শিগগির জোরালো আন্দোলনে যাবে বিএনপি।

১৯৯১ থেকে বিরোধী দলের সংসদ বর্জন রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে

একে আজাদ চৌধুরী
সাবেক ভিসি
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বিরোধী দলের সংসদ বর্জন সম্পর্কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি এ কে আজাদ চৌধুরী বলেন, আমার মনে হয়, ওনারা যে দাবি করছেন তা অযৌক্তিক। ১৯৯১ থেকে বিরোধী দলের সংসদ বর্জন রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তখন থেকেই বিরোধী দলকে সামনের সারিতে আনুপাতিক হারে আসন দেয়া হচ্ছে। বিরোধী দলের দাবির প্রেক্ষিতে সামনের সারিতে যে ক'টি আসন দেয়া হয়েছে তা অনেক বেশি। হয়তো সহজভাবে বলা যেতে পারে বিরোধী দলকে একটি আসন ছেড়ে দিলে কি তেমন ক্ষতি হয়। স্পিকারের পক্ষে এর চে' বেশি আসন ছাড় দেয়া সম্ভব নয়। এজন্য যে তাদের প্রথম সারির কোন কোন নেতারও সামনের সারিতে বসার দাবি রয়েছে। এখন স্পিকার সরকারি দলের কাকে সরিয়ে বিরোধী দলকে সামনের সারির আসন বরাদ্দ দেবেন এটা একটা প্রশ্ন। এখন সামনের সারিতে বিরোধী দলের ৫ জন রয়েছেন। এতে তাদের প্রায় সকল সিনিয়র নেতাই আসন পাচ্ছেন। তাই এ নিয়ে তাদের আর প্রশ্ন তোলা যুক্তিসঙ্গত নয়। এর বাইরে যে দাবি-দাওয়া তা হচ্ছে, বেগম জিয়ার সেনানিবাসের বাড়ি ছেড়ে দেয়ার বিষয়। একজন ব্যক্তি দু'টো বাড়ি পেতে পারেন কিনা এটাওতো একটি নৈতিক প্রশ্ন। তাকে যখন সেনানিবাসের বাড়িটি দেয়া হয়েছিল, তখন তিনি ছিলেন একজন গৃহিণী, প্রয়াত রাষ্ট্রপতির স্ত্রী। অনেক ভুল-ত্রুটি থাকলেও মানবিক কারণে তাকে ওই বাড়িটি দেয়া হয়েছিল। তখন তিনি তা চানওনি। তখন বলা হয়েছিল, এ বাড়িতে জিমনেসিয়াম করা হবে। এ বাড়িটি বরাদ্দ দেয়া সম্পর্কে কেবিনেটে কোন সিদ্ধান্তও ছিল না। কেবিনেটে সিদ্ধান্ত ছিল গুলশানের একটি বাড়ি সম্পর্কে। তার মতো একজন নেত্রী সরকারের দু'টি বাড়ি দখলে রাখা অযৌক্তিক। তিনি দু'বার প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। বর্তমানেও বিরোধী দলীয় নেতা। তার ছেলেরা এখন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। তারা যে সম্পদের ঘোষণা দিয়েছেন তা বিবেচনা করলে তারপক্ষে দু'টি বাড়ি দখলে রাখা একেবারেই অযৌক্তিক। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি হিসেবে সংসদে এসে জনগণের জন্য কথা বলা তাদের নৈতিক দায়িত্ব। তাই আমার মনে হয়, সচেতন নাগরিক হিসেবে তারা সংসদে আসবেন। এসব ছোটখাটো ইস্যু নিয়ে সংসদ বর্জন করা যৌক্তিক নয়।

সামনের সারিতে একটি আসন বাড়ানো সম্মানজনক নয় বিরোধী দলের এমন মন্তব্য সম্পর্কে তিনি বলেন, আমার মনে হয়, স্পিকার আনুপাতিক হারে আসন বাড়িয়েছেন। আগে ছিল ৪টি, এখন আলাপ-আলোচনা করে আরও একটি বাড়িয়ে ৫টি করেছেন। যদিও বিরোধী দল আনুপাতিক হারে ৫টি আসন প্রাপ্ত নন। সরকারী দলের অনেক সিনিয়র নেতাও সামনের আসনে বসতে পারছেন না।

সামনের সারিতে আসন বাড়ানো হবে না এবং সংসদে আসার জন্য বিরোধী দলকে অনুরোধ করা হবে না– সরকারি দলের এ মন্তব্যের যৌক্তিকতা সম্পর্কে তিনি বলেন, আমি যতদূর জানি, স্পিকার বিরোধী দলকে সংসদে আসার জন্য অনুরোধ করেছেন। সরকারের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরাও অনুরোধ করেছেন।

আদালতের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে বেগম জিয়াকে সেনানিবাসের বাড়ি ছেড়ে দেয়ার চাপ প্রয়োগ এবং অন্যান্য দাবি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সরকারি চাপ প্রয়োগ সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানি না। আমি যতদূর জানি, বিরোধী দলীয় নেত্রীর নিরাপত্তার ব্যাপারে তিনি যতটুকু নিরাপত্তা পাওয়ার যোগ্য তা তাকে দেয়া হচ্ছে।

সরকার ও বিরোধী দলের ভূমিকা সম্পর্কে তিনি বলেন, গ্রহণযাগ্য সমাধান হলে ভাল হতো। বিরোধী দলের জন্য সামনের সারিতে একটি আসন বাড়ালে এটি সরকারের জন্য তেমন সমস্যা হওয়ার কথা নয়। তবে তাদেরও সীমাবদ্ধতা আছে। মন্ত্রীদেরও পেছনের সারিতে আসন দেয়া হয়েছে। এসব বিষয় বিবেচনা করতে হবে।

আওয়ামী লীগ ও বিএনপি একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ

আবুল কাসেম ফজলুল হক

চেয়ারম্যান ও অধ্যাপক

বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বিরোধী দলের সংসদ বর্জন সম্পর্কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ফজলুল হক বলেন, বাজেট অধিবেশন গুরুত্বপূর্ণ বটে, তবে আমাদের জাতীয় সংসদ যেমন তাতে বিরোধী দল যোগ দিলেও বাজেটের গুরুত্বপূর্ণ কোন পরিবর্তন হতো বলে মনে করি না। সামনের সারিতে বেশি আসন পাওয়া হয়তো মূল বিষয় নয়, অকথিত কোন বিষয় হয়তো আছে, যেজন্য বিরোধী দল সংসদ অধিবেসশনে যোগদান করছে না। সেনানিবাসে খালেদা জিয়ার বাড়ি রক্ষণ বিএনপি'র জন্য মনে হয় খুব বড় ব্যাপার। এর আগে শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে গণভবনটাই নিজের নামে নিয়ে নিয়েছিলেন এবং তার বোন শেখ রেহানার নামে আরেকটি বাড়ি নিয়ে নিয়েছিলেন। কিন্তু অবস্থার চাপে শেখ হাসি-না ও তার বোন ওই দু'টি বাড়ি রাখতে পারেননি। এবার খালেদা জিয়ার সেনানিবাসের বাড়ি নিয়ে চাপ সৃষ্টি হচ্ছে। এর মধ্যে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি'র পারস্পরিক জেদাজেদির ব্যাপার রয়েছে। কাজেই জাতীয় সংসদে যোগদান না করে বাড়ি রক্ষার উপায় খালেদা জিয়া কিংবা বিএনপি করতে পারবেন বলে মনে করার কি কোন কারণ আছে? ১৯৯১ সালের নির্বাচনের পর থেকেই জাতীয় সংসদ যথানিয়মে চলছে না। বিরোধী দল সংসদ অধিবেশন বর্জন করে চলেছে। অধিবেশন বর্জন করলেও তাদের বেতন-ভাতা ও সুযোগ-সুবিধা উপভোগে কোন অসুবিধা হয় না। এ অবস্থায় ১৯৯১ সালের নির্বাচনের পর থেকে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ের বিরোধী দল যার মধ্যে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি-ই আছে– তারা সংসদ বর্জন করে চলেছে। রাজনীতির মান উন্নয়ন না হওয়া পর্যন্ত এই অবস্থার অবসান ঘটবে বলে মনে হয় না। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিংবা ইউরোপীয় ইউনিয়ন চাপ দিলে রাজনৈতিক দলগুলোর আচরণ বদলে যায়। এতে তো আর রাজনীতির উন্নতি হয় না।

সামনের সারিতে একটি আসন বাড়ানো সম্মানজনক নয় বিরোধী দলের এমন মন্তব্য সম্পর্কে তিনি বলেন, বিরোধী দলকে সংসদে আনা সরকারি দলের কোন দায়িত্ব নয়। বাংলাদেশের শাসনতন্ত্র সরকারি দলকে এমন কোন দায়িত্ব দেয়নি। স্পিকার নিয়ম অনুযায়ী বিরোধী দলকে চিঠি দিয়ে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে কি-না এটা দেখবেন। সীমার বাইরে গিয়ে স্পিকার আপস আলোচনা চালাতে গেলে নিরপেক্ষতা রক্ষায় ব্যর্থ হবেন, এটাই স্বাভাবিক। বাংলাদেশে স্পিকারের ভূমিকাও এ কারণে বিতর্কিত থাকে। আসন বণ্টন বিধি অনুযায়ী করা হয়েছে কিনা এ ব্যাপারে স্পিকারই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতে পারেন। এর অতিরিক্ত আপস আলোচনা, অনুরোধ-উপরোধ কিংবা তোয়াজ-তোষামোদ স্পিকারের কাছ থেকে বাঞ্ছিত নয়।

সামনের সারিতে আর আসন বাড়ানো হবে না এবং সংসদে আসার জন্য বিরোধী দলকে অনুরোধ করা হবে না– সরকারি দলের এ মন্তব্যের যৌক্তিকতা সম্পর্কে তিনি বলেন, আমার মনে হয়, এই কথাটা মন্ত্রীদের কিংবা আওয়ামী লীগ দলীয় এমপিদের না বলাই ভাল। স্পিকার এ ব্যাপারে পক্ষপাতমুক্ত থেকে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেই ঠিক কাজটি করা হয়।

আদালতের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে বেগম জিয়াকে সেনানিবাসের বাড়ি ছেড়ে দেয়ার চাপ প্রয়োগ এবং অন্যান্য দাবি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, যদি সরকার পক্ষ থেকে আদালত অবমাননাকর কিছু করা হয়, তাহলে অবশ্যই খালেদা জিয়ার পক্ষ থেকে কিংবা বিএনপি'র পক্ষ থেকে আদালতের শরণাপন্ন হওয়া উচিত। ঘটনার প্রবাহ লক্ষ্য করে দেখা যাচ্ছে, নৈতিকভাবে কিংবা সৌজন্যমূলকভাবে সমস্যার সমাধান হবে না। সমাধানের দু'টি উপায় আছে। এক. আইনগত সামধান, যা শেষ পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্টের মাধ্যমে হতে পারে। দুই. জনসমর্থনের শক্তির দ্বারা, যদি সরকার জনসমর্থন হারায় এবং বিএনপি জনসমর্থন লাভ করে, তাহলে সরকারি সিদ্ধান্ত বদলে যেতে পারে। জেদাজেদির ব্যাপারে নৈতিক বিবেচনা, ন্যায়-অন্যায়, উচিত-অনুচিত ও সৌজন্যবোধ কাজ করে না।

বিরোধী দল ছাড়া বাজেট অধিবেশন শেষ হওয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আগেই বলেছি ১৯৯১ সালের নির্বাচনের পর থেকে বিরোধী দলের সংসদ অধিবেশন বর্জন রেওয়াজে পরিণত হয়েছে। সে রেওয়াজই এখনো চলছে। এর মধ্যে জরুরি অবস্থা ও জেল-জুলুম, মামলা-মোকদ্দমা অনেক কিছু এসেছে। কিন্তু এসবের দ্বারা রাজনীতির চরিত্র বদল হয়নি। রাজনীতির চরিত্র উন্নত করার উপায় সকলেরই চিন্তা করা উচিত। কেবল আওয়ামী লীগ ও বিএনপি'র মধ্যকার বিরোধ নিরসনের দ্বারা এটা হবে না। ন্যায়-নীতির পথে এসব দল কিংবা দলের সংশ্লিষ্ট বুদ্ধিজীবীরা নেই। এদের পরিচালক শক্তি হিসেবে কাজ করে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন। তারাও কাজ করে নিজেদের নগ্ন স্বার্থ হাসিল করার জন্য। বাংলাদেশের রাজনীতিতে ক্ষমতার লড়াই আছে, কর্তৃত্ব নিয়ে লড়াই আছে। কিন্তু রাজনীতি নেই। রাজনীতিতে রাজনীতি চাই- জনগণের রাজনীতি।

সরকার ও বিরোধী দলের ভূমিকা সম্পর্কে তিনি বলেন, গতানুগতিক ধারায় যে রাজনীতি চলছে তাতে বড় রকমের পরিবর্তন ছাড়া কোন উন্নতি হবে না। নতুন শক্তির অভ্যুদয় দরকার। তার জন্য উন্নত নতুন রাজনৈতিক চিন্তা ও উন্নত চরিত্রের রাজনৈতিক দল দরকার। আওয়ামী লীগ ও বিএনপিও উন্নত চরিত্র অর্জন করতে পারে। এক্ষেত্রে প্রচার মাধ্যমের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের প্রচার মাধ্যমগুলো বহুলাংশে বিবিসি'র অনুসরণে চলে। ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া ও প্রিন্ট মিডিয়াগুলো কোন নতুন সাংগঠনিক উদ্যোগকেই সহায়তা দেয় না। বরং বিরোধিতা করে। এ অবস্থায় গতানুগতিক ধারার কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে কোনো সুফল আশা করা যায় না। বিবেকবান, চিন্তাশীল, জ্ঞানবান অল্প কিছু লোক যদি জনগণের সমর্থন লাভ করতে পারতেন এবং তারা যদি নতুন ধারা সৃষ্টিতে প্রয়াস হতেন তাহলে নতুন ধারা সূচনা হতে পারতো। সমাজে আজ সৃষ্টিশীলতা নেই। জনগণও ঘুমন্ত। জনসাধারণের অন্তর্গত মহৎ গুণাবলী সম্পূর্ণ ঘুমন্ত। মনুষত্ব নিষ্ক্রিয়। এই নিষ্ক্রিয় মনুষত্বকে কি করে সক্রিয় করা যায় এটাই মূল সমস্যা। আমি দার্শনিক হেগেলের একটি উদ্ধৃত উক্তি অবলম্বন করে বহুবার বলেছি যে 'জনসাধারণ যখন যেমন নেতৃত্বের যোগ্য হয়, সে জনসাধারণ তখন ঠিক সেরকম নেতৃত্বই লাভ করে।' আসলে নেতৃত্ব লাভ করার চেয়েও বড় কথা জনসাধারণই নেতৃত্ব তৈরি করে সমর্থন দিয়ে, ভোট দিয়ে, কাজ করে দিয়ে। বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি যে রাজনৈতিক চরিত্র লাভ করেছে তা বর্তমান জনচরিত্রের কারণেই সম্ভব হয়েছে। জনগণ তাদের ভোট দিতে কার্পণ্য করে না। ২০০১ সালে জনগণ যেভাবে বিএনপি জোটকে ভোট দিয়েছিল, এবার সেভাবে আওয়ামী লীগ জোটকে ভোট দিয়েছে। আওয়ামী লীগের বিজয় গতবারের বিএনপি'র বিজয়ের চেয়ে সামান্য বেশি হয়েছে। এর দ্বারা যে রাজনৈতিক চরিত্র বেশ উন্নত হয়েছে, এটা মনে করার কারণ দেখি না। যাহা বাহান্ন, তাহাই তিপ্পান্ন। আওয়ামী লীগ ও বিএনপি একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ।

বিভক্ত রাজনীতি কখনও জাতির উন্নতি করতে পারে না

ড. তৈয়েবুর রহমান
চেয়ারম্যান
ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বিরোধী দলের সংসদ বর্জন সম্পর্কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. তৈয়েবুর রহমান বলেন, এর কোন যৌক্তিকতা নেই। জনগণ বিরোধী দলকে সংসদে পাঠিয়েছে জনগণের কথা বলার জন্য। কোন অযুহাত তুলে এভাবে সংসদ বর্জন করা তাদের ঠিক হয়নি। সরকার ও বিরোধী দল উভয়েরই দায়িত্ব রয়েছে সংসদে পারস্পরিক সমঝোতার মধ্য দিয়ে সংসদকে প্রাণবন্ত করে তোলা। তবে এক্ষেত্রে সরকারি দলের দায়িত্ব বেশি। একটা বিশাল জনসমর্থন নিয়ে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে মহাজোট সরকার গঠন করেছে। তাই আওয়ামী লীগ তথা সরকারি দলকে আরও বেশি উদারতা দেখানো উচিত।

সামনের সারিতে একটি আসন বাড়ানো সম্মানজনক নয়, বিরোধী দলের এমন মন্তব্য সম্পর্কে তিনি বলেন, আসলে সব কিছুকে এভাবে ধরলে হবে না। কি পেলাম আর কি পেলাম না এটা বড় কথা নয়। এসব বিষয় ভুলে যাওয়া উচিত। বিরোধী দলের উচিত সরকার যেসব কাজ করছে সংসদে এসে তার ভুল-ত্রুটি তুলে ধরা।

সামনের সারিতে আসন বাড়ানো হবে না এবং সংসদে আসার জন্য বিরোধী দলকে অনুরোধ করা হবে না সরকারি দলের এ মন্তব্যের যৌক্তিকতা সম্পর্কে তিনি বলেন, এটাও দায়িত্বহীন। সরকারের পক্ষ থেকে এ ধরনের বক্তব্য দেয়া ঠিক হচ্ছে না। সরকারি দলের কোন কোন মন্ত্রী ও এমপি'র এ ধরনের বক্তব্য থেকে বোঝা যায়, বিরোধী দল সংসদে এসে তাদের কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করুক তারা তা চায় না।

আদালতের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে বেগম জিয়াকে সেনানিবাসের বাড়ি ছেড়ে দেয়ার চাপ প্রয়োগ এবং অন্যান্য দাবি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বেগম জিয়ার সেনানিবাসের বাড়ি নিয়ে সৃষ্ট সমস্যার এখনো সমাধান হয়নি। সেটা এখন কোর্টে আছে। কোর্ট এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেবেন। তবে আদালতের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে খালেদা জিয়ার সেনানিবাসের বাড়িতে তার ব্যক্তিগত চিকিৎসককে প্রবেশে বাধা দেয়ার বিষয়টি যদি সত্যি হয়, তাহলে তা ঠিক হচ্ছে না। এ বিষয়ে সঠিক তথ্য পাচ্ছি না। এক একজন এক এক কথা বলছেন। বিশ্বাসযোগ্য কোন তথ্য পাওয়া যাচ্ছে না। সরকারের উচিত বিরোধী দলীয় নেতার নিরাপত্তার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

বিরোধী দল ছাড়া বাজেট অধিবেশন শেষ হওয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এটা অনাকাঙ্ক্ষিত। সংসদ বর্জন আমাদের দেশের রাজনীতির কালচার হয়ে গেছে। এ কালচার ভাঙতে হবে। দেশে দীর্ঘদিন ধরে বিভক্ত রাজনীতির ধারা চলে আসছে। বিভক্ত রাজনীতি কখনও জাতির উন্নতি করতে পারে না। বাজেট অধিবেশনের মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশনে বিরোধী দলের সংসদ বর্জন উচিত নয়। জাতীয় স্বার্থেই বাজেট অধিবেশনের মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশনে বিরোধী দলের যোগ দেয়া উচিত।

সরকার ও বিরোধী দলের ভূমিকা সম্পর্কে তিনি বলেন, ভারতের রাজনীতিবিদরা দেশকে নিয়ে ভাবেন। সেখানে সরকারি ও বিরোধী দলের মধ্যে এ ধরনের বিরোধ নেই। আমাদের দেশের রাজনীতিতেও ওই ধারা প্রবর্তন করতে হবে। বিরোধী দলকে সংসদে ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব সরকারি দলের। বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব অনেক বেশি। বিরোধী দলের দাবি-দাওয়ার ব্যাপারে সরকারি দলকে আরও উদার হতে হবে। বিরোধী দল এমনিতেই দুর্বল। সরকারি দলের উচিত বিরোধী দলকে সম্মান করা। সংসদে কখনো বিরোধীদলীয় নেতার মাইক বন্ধ করা হবে না, এ ধরনের রেওয়াজ সরকারি দলকে চালু করতে হবে। আওয়ামী লীগ ও বিএনপি এই দু'রাজনৈতিক দল ঘুরে ফিরে ক্ষমতায় আসছে। আজ যারা বিরোধী দলে আছে, তাদের ভাবতে হবে আগামীতে তারা আবার ক্ষমতায় আসবে। এখন তারা যেভাবে সংসদ বর্জন করছে, আগামীতে বিরোধী দলও একইভাবে সংসদ বর্জন করবে। তেমনিভাবে বর্তমানে যারা ক্ষমতায় তাদেরও ভাবা উচিত আগামীতে তারাও আবার বিরোধী দলে যেতে পারেন। এখন তারা যদি বিরোধী দলকে সম্মান না দেখায় বিরোধী দলে গেলে তখন তারাও সম্মান পাবে না। কারণ, ক্ষমতা চিরস্থায়ী নয়।